জাহান্নাম সিরিজ-৪

জাহান্নাম جَهَنَّم-১ম পর্ব

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জাহান্নাম সিরিজ-৪ জাহান্নাম جهنم

পর্ব -১।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বাকারা

১) তাকে যখন বলা হয় ‘আল্লাহকে ভয় কর’ তখন তার আত্মম্ভরিতা তাকে অধিকতর অপরাধে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট।

সুরা ২ আল বাকারা,আয়াতঃ ২০৬

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتۡهُ الۡعِزَّةُ بِالۡاِثۡمِ فَحَسۡبُهٗ جَهَنَّمُ ؕ وَ

لَبِئۡسَ الۡمِهَادُ ﴿۲۰۶﴾

যখন তাকে বলা হয় তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন প্রতিপত্তির অহমিকা তাকে অধিকতর অনাচারে লিপ্ত করে দেয়, অতএব জাহান্নামই তার জন্যে যথেষ্ট এবং নিশ্চয় ওটা নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল ইমরান

২) যারা কুফরি করে তাদের বলো , তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে, এবং তোমাদের একত্র করা হবে জাহান্নামে।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ১২

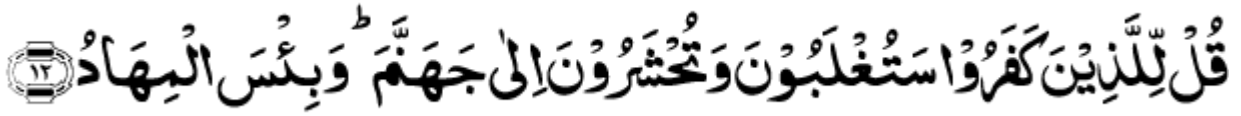

যারা অবিশ্বাস করেছে তুমি তাদেরকে বলঃ অচিরেই তোমরা পরাভুত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে এবং ওটা নিকৃষ্টতর স্থান।

৩) যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে সে কি ঐ ব্যক্তির মতো যে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হয়েছে এবং যার আবাস হবে জাহান্নামে?

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ১৬২

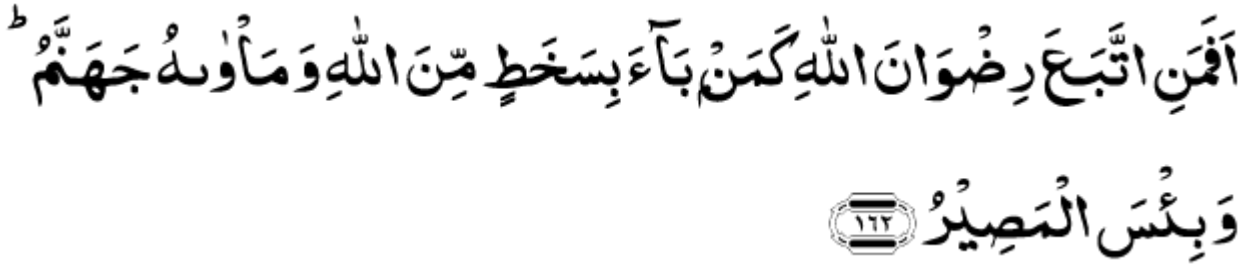

যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে, সে কি তার মত হতে পারে, যে আল্লাহর আক্রোশে পতিত হয়েছে? এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম, আর ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

৪) এতো স্বল্পকালীন ভোগমাত্র। তারপরেই তার আবাস হবে জাহান্নাম।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ১৯৬, ১৯৭

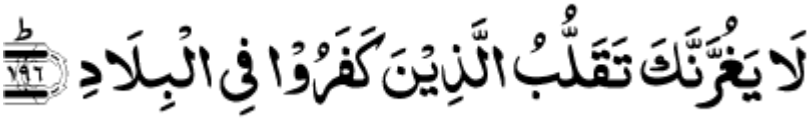

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে চাল-চলন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে।

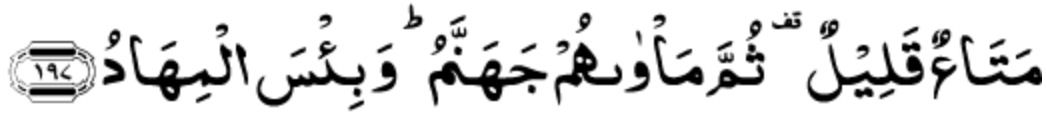

এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নিসা

৫)তাদের দগ্ধ করার জন্যে তো জাহান্নামই যথেষ্ট।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ৫৫

فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ؕ وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿۵۵﴾

অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং অনেকেই ওটা হতে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্যে) অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জাহান্নামই যথেষ্ট।

৬) আর কেউ যদি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করে, তবে তার শাস্তি হল জাহান্নাম,সে চিরকাল সেখানেই থাকবে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ৯৩

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ

غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا ﴿۹۳﴾

আর যে কেউ স্বেচ্ছায় কোন মু'মিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ ও অভিশপ্ত করেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৭) এরাই সেইসব লোক যাদের আবাস হবে জাহান্নাম।

সুরা ৪ আন নিসা,আয়াতঃ ৯৭

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا
كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً
فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾

নিশ্চয়ই যারা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করেছিল, ফেরেশতা তার প্রাণ হরণ করে বলবঃ তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলবেঃ আমরা দুনিয়ায় অসহায় অবস্থায় ছিলাম; তারা বলবেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তন্মধ্য তোমরা হিজরত করতে পারতে? অতএব ওদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট গন্তব্য স্থান।

৮) এবং তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ১১৫

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথে অনুগামী হয়, তবে সে যাতে অভিনিবিষ্ট- আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করবো ও তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল।

৯) এদের (শয়তানের অনুসারীদের) আবাস হবে জাহান্নাম।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১২১

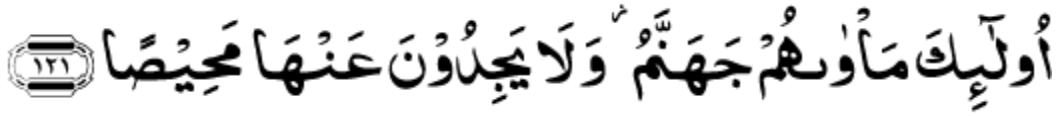

তাদেরই বাসস্থান জাহান্নাম এবং সেখান হতে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।

১০) আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের জাহান্নামে একত্র করবেন।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ ১৪০

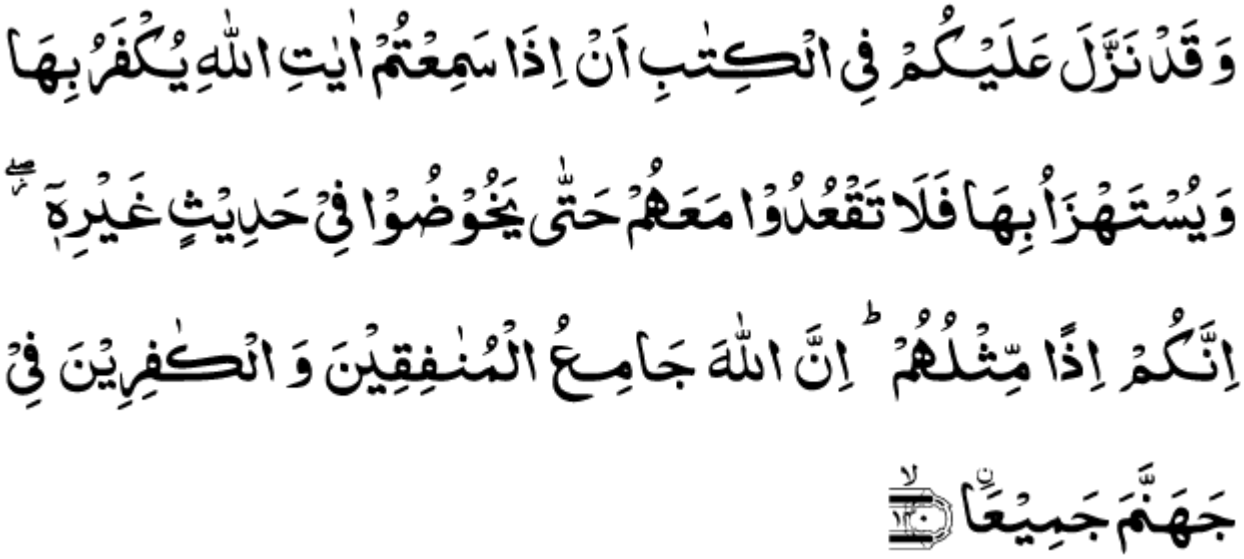

এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের গ্রন্থের মধ্যে নির্দেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তার প্রতি উপহাস করতে শ্রবণ কর, তখন তাদের সাথে বসবে না,যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে, অন্যথা তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যে সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে সমবেতকারী।

১১) তবে জাহান্নামের পথ, সেখানেই তারা থাকবে চিরকাল।

সুরা ৪ আন নিসা,আয়াতঃ১৬৮, ১৬৯

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও অত্যাচার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না।

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾

জাহান্নামের পথ ব্যতীত, তন্মধ্যে তারা চিরকাল অবস্থান করবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ'রাফ

১২) আমি অবশ্যই তাদের(শয়তান ও তার অনুসারীদের)সবাইকে দিয়ে পূর্ণ করবো জাহান্নাম।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৮

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا ۚ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾

তিনি আল্লাহ বললেনঃ তুমি এখান থেকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও, তাদের(বানী আদমের) মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে , নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

১৩) জাহান্নামই হবে তাদের নীচের শয্যা ও উপরের আচ্ছাদন।

সুরা ৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ৪১

لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى
الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾

তাদের জন্যে হবে জাহান্নামের (আগুনের) বিছানা এবং তাদের উপরে হবে আগুনের চাদর(যা তাদেরকে আচ্ছাদন করে নেবে)। এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৪) জাহান্নামের জন্যেই তৈরী করেছি জিন ও ইনসানের অনেককে।

সুরা ৭ আল আ'রাফ, আয়াতঃ ১৭৯

وَ لَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا
يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا
يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْغٰفِلُوْنَ ﴿١٧٩﴾

আমি বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় রয়েছে;কিন্তু তারা তা দ্বারা উপলব্ধি করে না,তাদের চক্ষু রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে; কিন্তু তারা তা দ্বারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত, তারাই হলো গাফিল বা অমনোযোগী।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আনফাল

১৫) সেদিন যে কেউ কাফির বাহিনী থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, সে আল্লাহর গজবে নিপতিত হবে এবং তার আশ্রয় হবে জাহান্নাম।

সুরা ৮ আনফাল, আয়াতঃ ১৬

وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ

فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٦﴾

আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান করে নেয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গযবে নিপতিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান!

১৬) যারা কুফরী করে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে সমবেত করতে হবে।

সুরা ৮ আনফাল,আয়াতঃ৩৬, ৩৭

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ

فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ؕ وَالَّذِيْنَ

كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٦﴾

নিশ্চয়ই কাফির লোকেরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে, আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيْثَ بَعْضَهٗ عَلٰى
بَعْضٍ فَيَرْكُمَهٗ جَمِيْعًا فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۷﴾

এটা এই কারণে যে, আল্লাহ ভাল হতে মন্দকে পৃথক করবেন আর মন্দদের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে একত্রিত করে জড়ো করবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এইসব লোকই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাওবা

১৭) যেদিন সেগুলো (অন্যায়ভাবে গ্রাসকরা মালসম্পদ) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপালে , পাঁজরে এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৩৫

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ
جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

যেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে,(আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্যেই সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

১৮) অবশ্যই জাহান্নাম কাফিরদের পরিবেষ্টন করবে।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৪৯

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَ
اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿۴۹﴾

আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে , যে বলেঃ আমাকে(যুদ্ধে গমণ না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না,(ভালরূপে বুঝে নাও যে,) তারা তো বিপদে পড়েই গেছে, আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম এই কাফিরদেরকে বেষ্টনকারী।

১৯) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ ও তার রসূলের যে বিরোধিতা করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৬৩

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّهٗ مَنْ يُّحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاَنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا
فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿۶۳﴾

তারা কি জানে না যে,যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন এরূপভাবে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।

২০)আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী আর কাফিরদের ওয়াদা দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৬৮

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ

فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٦٨﴾

আল্লাহ মুনাফিক পুরুষদের ও মুনাফিক নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্যে যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

২১)তারা (মুনাফিকরা) তাবুক যুদ্ধে যাবার প্রাক্কালে বলেছিল"গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না" তাদের বলো জাহান্নামের আগুন এর চাইতেও অনেক বেশী গরম।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৮১

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ كَرِهُوْۤا اَنْ

يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي

الْحَرِّ ؕ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨١﴾

পশ্চাদবর্তী লোকেরা (তাবুকের যুদ্ধে) উৎফুল্ল হয়ে গেল রাসুলুল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে নিজেদের গৃহে বসে থাকে এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো, অধিকন্তু বলতে লাগলোঃ তোমরা (এই ভীষণ) গরমের মধ্যে বের হয়ো না; (হে নবী!) তুমি বলে দাওঃ জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝতে পারতো!

২২)তারা(মুনাফিকরা) অপবিত্র এবং তাদের মন্দ অর্জনের কারণে জাহান্নামই হবে তাদের আবাস।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ৯৫

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ
فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۖ وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٩٥﴾

(হ্যাঁ) তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করতো।

২৩) যে ব্যক্তি তার ঘরের ভিত স্থাপন করে আল্লাহভীতি ও আল্লাহর রেজামন্দির (পছন্দের) উপর সে উত্তম,নাকি ঐ ব্যক্তি, যে তার ঘরের ভিত স্থাপন করে কোন গর্তের ধ্বংসোন্মুখ কিনারে, ফলে সেটাকে নিয়েই পড়ে যায় জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৯ আত্ তাওবা, আয়াতঃ ১০৯

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ
اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَ
اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

তবে কি এমন ব্যক্তি উত্তম, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভীতির উপর এবং তার সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় ইমারতের কোন ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে

নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা হুদ

২৪) আমি অবশ্যই জিন ও ইনসানকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

সুরা ১১ হুদ, আয়াতঃ ১১৯

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

কিন্তু যার প্রতি তোমার প্রতিপালক অনুগ্রহ করবেন, আর এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার প্রতিপালকের এই বাণীও পূর্ণ হবে, আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করবো জ্বিন ও মানবের দ্বারা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর রা’দ

২৫)যারা তাদের প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেয় না তাদের জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট হিসাব এবং তাদের আবাস হবে জাহান্নাম।

সুরা ১৩ আর রা’দ ,আয়াতঃ ১৮

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ
أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

মঙ্গল তাদের যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং যারা তার ডাকে সাড়া দেয় না, তাদের যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সমস্তই থাকতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো থাকতো তবে অবশ্যই তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা প্রদান করতো; তাদের হিসাব হবে কঠোর এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, ওটা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা আমাদের ঈমানকে মজবুত করি এবং আ'মলে সালেহ করি। আল্লাহ আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুণ।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....